(৩য় খসড়া)

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি বিনিয়োগ নীতিমালা ২০২১

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি বিনিয়োগ নীতিমালা ২০২১

১.০ প্রস্তাবনা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্যা কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ ক্রমাগত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০৩০ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথিতযশা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহের মত অনুযায়ী বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ১১টি ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশসমূহের একটি এবং বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রথম ১২টি অর্থনৈতিক সক্ষমতাসম্পন্ন দেশের একটি হতে পারবে । এই পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতির গতি ও স্থায়িত্ব বজায় রাখতে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো বহুমুখী এবং বিস্তৃত করার স্বার্থে বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের বহির্বিশ্বে বিনিয়োগের পথ সুগম করার জন্য বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালাটি বহির্বিশ্বে বিনিয়োগের সামগ্রিক দিক-নির্দেশনামূলক একটি রূপরেখা বলে পরিগণিত হবে। বাস্তবিক চলতি হিসাব বিনিময় সংক্রান্ত পদ্ধতিগত দিকসমূহ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এবং "মূলধনী হিসাবে লেনদেন (বিদেশে ইক্যুইটি বিনিয়োগ) বিধিমালা ২০২১" দ্বারা প্রতিপালিত হবে।

২.০ প্রেক্ষাপট

২.১ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূলে রয়েছে এর আর্থ-সামাজিক সূচকসমূহের ক্রম অগ্রগতি। অর্থনৈতিক তথ্যপঞ্জি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কখনোই ঋণাত্মক অংকের ঘরে প্রবেশ করেনি, বরং প্রায় একযুগ ধরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের উপরে এবং বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ৮ শতাংশের অধিক ছিল। এমনকি ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৈশ্বিক করোনা মহামারীর সময়কালেও প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৫১ শতাংশ। সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির হার গড়পড়তা ৫ শতাংশ । রপ্তানি আয় এখন ৪০ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ক্রমাগত বৃদ্ধির ধারা প্রদর্শন করছে। এছাড়া, বিগত ১১ বছর ধরে বাংলাদেশের সন্তোষজনক ক্রেডিট রেটিং, জিডিপি'র তুলনায় বৈদেশিক ঋণের স্বল্প হার (১৬% এর কম) এবং ঋণদায় পরিশোধের-সামর্থ্য বাংলাদেশের অর্থনীতির সক্ষমতাকেই প্রকাশ করে। সমসাময়িককালে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। সাধারণত: ৩ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর সক্ষমতা থাকলে যেখানে একটি দেশের অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত বলে বিবেচনা করা যায়, সেখানে বাংলাদেশের রিজার্ভ প্রায় ৯ মাসের আমদানি ব্যয় মিটাতে সক্ষম। সামগ্রিকভাবে, জিডিপি বৃদ্ধির হার এবং রিজার্ভের ক্রমবর্ধমান মজুদের সুফল আপামর জনগণের কাছে প্রকৃতপক্ষে পৌঁছানোর জন্য অর্থের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে বিদেশে উপযুক্ত স্থান ও খাতে বিনিয়োগ প্রসারের বিষয়টি সুবিবেচনার দাবী রাখে।

২.২ বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বৈদেশিক বাজারে বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ যেমন বৈশ্বিক আইন-কানুন এবং নীতি প্রক্রিয়ায় সরকারি নীতি-নির্ধারকদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করবে তেমনি বেসরকারি খাতকেও আন্তর্জাতিক ব্যবসা পরিবেশে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে।

২.৩ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করার জন্য বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার পাশাপাশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক বাজারে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি জরুরি। বহির্বিশ্বে বিনিয়োগ একদিকে যেমন বিশ্বের কাছে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে প্রকাশ করে, তেমনি এর ফলে নতুন বাজারে দেশের প্রবেশাধিকার ঘটে, মধ্যবর্তী প্রক্রিয়াকৃত পণ্য কম মূলে আমদানির সুযোগ ঘটে এবং বিদেশি প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। বিনিয়োগকৃত দেশ হতে ব্যবসায়ের লাভ প্রত্যাবাসন এবং সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির কারণে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। বিনিয়োগকৃত দেশের সম্পদ, কাঁচামাল এবং প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার তৈরি হওয়ার কারণের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নমুখী সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তা বিভিন্ন মাধ্যমে নিজ দেশেও প্রতিসরিত হয়। এছাড়া বিনিয়োগকৃত দেশের বিভিন্ন খাতে কৌশলগত অবস্থান সৃষ্টি হয়, যার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ দেশের সামগ্রিক ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রসরতা তৈরি হতে পারে। সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে নতুন বাজার তৈরি, বাজার ঝুঁকি বিভাজন, নতুন প্রবৃদ্দির ক্ষেত্র প্রস্তুত, আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারে অন্তর্ভুক্তি, ও ব্যবসায়িক সুশাসন তৈরি করার সুযোগ তৈরি হবে।

২.৪ ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বেশকিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি উক্ত বাজারসমূহে সরাসরি বিনিয়োগের সুযোগ উন্মোচন করেছে এবং তারা উক্ত প্রতিশ্রুতিশীল বাজারসমূহে বিনিয়োগে আগ্রহী মর্মে পরিলক্ষিত হয়। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক চিত্র, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বিদেশে বিনিয়োগ দেশে ফেরার সম্ভাবনা, সংশ্লিষ্ট দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি ও সামগ্রিক বাণিজ্য পরিবেশ, ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কেইস টু কেইস ভিত্তিতে কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বিদেশে বিনিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আরো কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ ধরনের বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে, ভুল পদ্ধতি ও খাতে বিদেশি বিনিয়োগ করা হলে তা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি/অপচয় এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর প্রভাবের কারণ হতে পারে। তাই এসব বিষয়ে সরকারিভাবে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত: এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা না থাকায় আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সদিচ্ছা বাস্তবায়িত হচ্ছে না এবং বিনিয়োগের বিভিন্ন ধাপে তারা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ, বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিদেশে প্রেরণের পদ্ধতি নির্ধারণ, ব্যবসায় অর্জিত অর্থ/মুনাফা দেশে আনয়ন ইত্যাদি বিষয় সম্যক ব্যাখ্যাপূর্বক বিদেশে বাংলাদেশি বিনিয়োযগের আওতা, বিনিয়োগ পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে এই নীতিমালাটি প্রণীত হয়েছে।

২.৫ এটি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রথম নীতিমালা। বৈশ্বির উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, অর্থনীতির সমরূপীয় অবস্থায় অন্যান্য দেশও (যেমন, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি) বহির্বিশ্বে বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। প্রাথমিকভাবে কড়াকড়ি আরোপ করা হলেও বিভিন্ন সফল উদ্যোগের উদাহরণ ও প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশেও নীতিমালাটি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতে এটি আরও বাস্তবভিত্তিক ও উদারীকরণের সুযোগ থাকবে।

৩.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩.১ মূল লক্ষ্য

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের স্বার্থ সমুন্নত রেখে বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক বহির্বিশ্বে বিনিয়োগের নীতিগত রূপরেখা প্রদান।

৩.২ উদ্দেশ্যসমূহ

(১) যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশে বাংলাদেশিদের প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান;

(২) বিদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন উদ্বুদ্ধকরণ;

(৩) বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ/প্রযুক্তি বিদেশে স্থানান্তরের পদ্ধতি, অর্জিত অর্থ/মূলধন দেশে প্রত্যাবাসনসহ অন্যান্য প্রযোজ্য আর্থিক বিনিময়ের (financial transaction) মূল নীতি নির্ধারণ;

(৪) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশ ও খাত নির্বাচন এবং বিনিয়োগের হার/পরিমাণ নির্ধারণ;

(৫) বিদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত দেশের সাথে বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্কের উন্নয়ন এবং বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সুদৃঢ় করা;

(৬) বিদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত দেশে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

(৭) প্রচলিত দেশি ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বিধিবিধান ও কাঠামো সম্পর্কে ধারণা প্রদান; এবং

(৮) অনিবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি।

৪.০ সংজ্ঞাসমূহ

(১) "অনুমোদিত ডিলার" অর্থ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন আইন, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৩ ধারা অনুযায়ী একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যবসা করার অনুমোদন পেয়েছেন;

(২) "মূলধনী হিসাবের লেনদেন" অর্থ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সালের ০৭ নং আইন) বা তৎপরবর্তী সংশোধনীতে সংজ্ঞায়িত লেনদেনসমূহকে বুঝাবে;

(৩) "রপ্তানিকারকের সংরক্ষিত (Retention) কোটা হিসাব" অর্থ রপ্তানিকারক কর্তৃক গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রান্জেকশনস, ২০১৮ এর অধ্যায় ১৩ এর অনুচ্ছেদ ৪ অথবা এর পরবর্তীতে এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী খোলা ও পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবকে বুঝাবে;

(৪) "বৈদেশিক মুদ্রা" অর্থ বাংলাদেশি মুদ্রা ব্যতীত অন্য যে কোন দেশের মুদ্রা;

(৫) "বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত)" অর্থ কতিপয় পরিশোধ, বৈদেশিক বিনিময় ও সিকিউরিটিজ এর লেনদেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রবর্তিত আইনকে বুঝাবে;

(৬) "বিনিয়োগ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা আবেদনকারী" অর্থ বাংলাদেশের আইন ও প্রবিধান (বিধি-বিধান) অনুযায়ী গঠিত, Registrar of Joint Stock, Companies and Firms এ নিবন্ধিত ও অন্তর্ভুক্তকৃত (Incorporated) প্রতিষ্ঠান, যৌথ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম, এবং বহুজাতিক স্পেশাল পারপাস ভেহিকলস।

(৭) "বিনিয়োগ গন্তব্য" অর্থ বাংলাদেশের বাহিরের কোন দেশ বা অঞ্চল–কে বুঝাবে যেখানে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত ও অন্তর্ভুক্ত সাবসিডিয়ারি কোম্পানি রয়েছে বা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

(৮) "বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি বিনিয়োগ" অর্থ বাংলাদেশি এক/একাধিক প্রবাসী বা নিবাসী বিনিয়োগকারী কর্তৃক বাংলাদেশের বাইরে কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠান (Subsidiary) গঠনের লক্ষ্যে বা অন্তর্ভুক্তকরণের (Incorporated) লক্ষ্যে ইক্যুইটি (মূলধন বা পুঁজি) বিনিয়োগ, যৌথ বিনিয়োগ, পুনঃবিনিয়োগ অথবা বাংলাদেশের বাইরে বিদেশি কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ বা স্বার্থ নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার ক্রয় করা–কে বুঝাবে;

(৯) "মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ০৫ নং আইন)" অর্থ মানিলন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন;

(১০) "সাবসিডিয়ারি কোম্পানি" অর্থ বাংলাদেশ ব্যতীত ভিন্ন কোন দেশের আইন ও প্রবিধান বা বিধি অনুযায়ী গঠিত, নিবন্ধিত বা অর্ন্তভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যা সম্পূর্ণরূপে একটি বাংলাদেশি/ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন।

(১১) "তহবিল" অর্থ বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক বিদেশে বিনিয়োগের জন্য নিজ ব্যবসা–কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত অর্থের একটি নির্দিষ্টকৃত এবং পৃথককৃত অংশ, যার আকার, প্রকৃতি এবং হার সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশাবলীর আলোকে নির্ধারিত হবে।

(১২) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ১২৭ নং আদেশ (বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২) এর ধারা ৩ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

(১৩) "তপশিলি ব্যাংক" অর্থ ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ১২৭ নং আদেশ (বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২)-এর ধারা ৩৭ এর উপধারা (২) এর দফা (ক) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত তপশিলি-ব্যাংক।

(১৪) "মুদ্রা নীতি" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত মুদ্রা নীতি।

৫.০ বিদেশে বিনিয়োগের জন্য দেশ নির্বাচন

৫.১ বাংলাদেশি ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বহির্বিশ্বে বিনিয়োগে দেশ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদি প্রাধান্য পাবে:

৫.১.১ যেসব দেশে বাংলাদেশি নাগরিকদের বিনিয়োগ/কাজ করার সুযোগ রয়েছে;

৫.১.২ যেসব দেশের সাথে বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং/অথবা দ্বিপাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ চুক্তি/ সমঝোতা স্মারক রয়েছে;

৫.১.৩ যেসব দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি রয়েছে বা চুক্তি সম্পাদনের সুযোগ রয়েছে;

৫.১.৪ ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহ যেখানে বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি/ সুনীল অর্থনীতি আরো বেগবান ও সুসংহত হতে পারে;

৫.১.৫ যেসব দেশ হতে বাংলাদেশি বিনিয়োগ/মূলধন, লভ্যাংশ, কারিগরি প্রজ্ঞান এবং অন্যান্য আয় যেমন, কারিগরি প্রজ্ঞান ফি, রয়্যালটি, পরামর্শক ফি, কমিশন বা অন্যান্য প্রাপ্য/পাওনা বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন অনুমোদিত;

৫.১.৬ গবেষণা ও উন্নয়ন এবং তথ্য প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী খাতে যৌথ উদ্যোগে সৃষ্ট প্রযুক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক স্বত্ত্বাধিকার (Intellectual Property Rights) বা মেধাস্বত্ব (copyright) এর বাধ্যবাধকতা ব্যবসার জন্য যেসকল দেশে প্রতিবন্ধক নয়;

৫.১.৭ কৃষিখাতে অনগ্রসর দেশ যেখানে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন (contract farming) সহ কৃষিখাতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার সম্ভামনাময় দেশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে;

৫.১.৮ বৈশ্বিক রেটিং প্রতিষ্ঠানসমূহের রেকর্ড মোতাবেক ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, বিনিয়োগ পরিবেশ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতি এবং শ্রমনীতিসহ অন্যান্য প্রযোজ্য বিষয়ে অনুকূল রেটিং প্রাপ্ত দেশসমূহ; এবং

৫.১.৯ সরকার কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোনো দেশ।

৫.২ নিম্নোক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশি বিনিয়োগ করা যাবে না:

৫.২.১ বাংলাদেশের সাথে যে সকল দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই;

৫.২.২ জাতিসংঘ (UN), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (OFAC) কর্তৃক যে সকল দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে;

৫.২.৩ Financial Action Task Force (FATF) এর গণ বিজ্ঞপ্তিতে অবৈধ লেনদেন এর জন্য চিহ্নিত দেশসমূহ;

৫.২.৪ যে সমস্ত দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে মর্মে পরিগণিত; এবং

৫.২.৫ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন/আদেশ দ্বারা বিনিয়োগের জন্য বারিত দেশ/দেশসমূহ ।

৬.০ বিদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রযোজ্য খাতসমূহ

৬.১ আগ্রহী এবং যোগ্য বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুচ্ছেদ ৫.০ এ বর্ণিত যোগ্যতার নিরিখে নির্বাচিত দেশসমূহে তাদের জন্য সুবিধাজনক এবং বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় যে কোনো খাত/ খাতসমূহে বিনিয়োগ করতে পারবে। তবে, খাত নির্বাচনের সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে:

৬.১.১ দেশের বাইরে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাধারণভাবে বিনিয়োগকারীর বাংলাদেশস্থ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুরূপ বা সহায়ক বা সম্পূরক বা বাস্তব ব্যয়/অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে;

৬.১.২ আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা বাংলাদেশে বিদ্যমান অন্য প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ব্যবসা/উদ্যোগের সাথে অগ্রবর্তী বা পশ্চাত সংযোগ স্থাপনে সক্ষম - এরূপ বিনিয়োগের ক্ষেত্র অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে;

৬.১.৩ বিনিয়োগ প্রস্তাবটি নির্ভরযোগ্য সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উচ্চ-মূল্যসংযোজনকারী ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হতে হবে;

৬.১.৪ বিনিয়োগ প্রস্তাবটি ভবিষ্যতে বৈদেশিক মুদ্রায় আয় অর্জনের সম্ভাবনাময় উৎস হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ হতে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকতে হবে;

৬.১.৫ যে সমস্ত খাতে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি পেশাজীবী; কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে, এমন খাতকে উৎসাহিত করা যেতে পারে;

৬.১.৬ যেসব খাতে বিদেশে উৎপাদিত পণ্য কাঁচামাল হিসেবে বাংলাদেশে আমদানির সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ফলে উক্ত পণ্যসমূহ বাংলাদেশে আমদানিতে ব্যয়ের সাশ্রয় ঘটবে, সেসব খাতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে;

৬.১.৭ জমি, শ্রম, মূলধনি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের পাশাপাশি প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি ও মেধাস্বত্বভিত্তিক পণ্য ক্রয়ের জন্যও বিনিয়োগ অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে;

৬.১.৮ বাংলাদেশ ও বিনিয়োগ গন্তব্যের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী অনুমোদিত খাত হতে হবে;

৬.১.৯ বিনিয়োগযোগ্য বিভিন্ন খাতের একটি খসড়া তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে সংযোজন করা হয়েছে। তবে, যোগ্যতার ভিত্তিতে উক্ত তালিকার বহিভূত এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে এতদুদ্দেশ্যে নিধারিত-খাত/খাতসমূহে বিনিয়োগ প্রস্তাবও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬.২ বাংলাদেশি বিনিয়োগকারী কর্তৃক বহির্বিশ্বে যে সকল খাতে বিনিয়োগ করা যাবে না:

৬.২.১ বাংলাদেশ এবং বিনিয়োগের জন্য নির্বাচিত দেশের বিদ্যমান আইন-কানুন বা এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রটোকল বিরোধী বা সাংঘর্ষিক কোনো খাতে বিনিয়োগ করা যাবে না;

৬.২.২ সাধারণভাবে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ ও পরিবেশ ধ্বংস/দূষণকারী কার্যক্রম (যেমন বনায়ন ধ্বংস) সংক্রান্ত খাতসহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত খাতে বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হবে না।

৭.০ বিনিয়োগের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা

৭.১ নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশে বিনিয়োগের লক্ষ্যে অর্থ প্রেরণের আবেদনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে:

৭.১.১ রপ্তানিকারকের সংরক্ষিত কোটা হিসাবে (Export Retention Quota-ERQ) পর্যাপ্ত স্থিতিসম্পন্ন বাংলাদেশি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান;

৭.১.২ রপ্তানিকারক নয়, তবে বাংলাদেশের স্থানীয় বাজারে বিগত ১০ বছর যাবত সফল ব্যবসায়িক কার্যক্রমে নিয়োজিত, আর্থিকভাবে স্থিতিশীল এবং তার স্থানীয় ব্যবসার সাথে অগ্রবর্তী/পশ্চাত সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হবে এমন ধরণের বৈদেশিক বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ);

৭.১.৩ বাংলাদেশের মালিকানাধীন এনজিওসমূহ যাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সমাজ ও মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে কাজ করার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সুনাম রয়েছে।

৭.২ বাংলাদেশি উদ্যোক্তাগণ তাদের পূর্ববর্তী ৫ বছরের গড় রপ্তানি মূল্যের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত অথবা, সর্বশেষ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট মোতাবেক নিট সম্পদের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশে বিনিয়োগ করতে পারবেন। উক্ত পরিমাণের অতিরিক্ত

বিনিয়োগের প্রয়োজন হলে তার যৌক্তিকতা প্রদান করে আবেদন করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। উল্লেখ থাকে যে, কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে বাংলাদেশ হতে বহির্বিশ্বে বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য অনুমোদিত মোট অর্থের পরিমাণ ঐ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ৫ (পাঁচ) শতাংশের অধিক হবে না।

৭.৩ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত আর্থিক যোগ্যতা থাকতে হবে:

৭.৩.১ অব্যবহিত পূর্ববর্তী ০৫ (পাঁচ) বৎসরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী নীট মূলধন ৫ মিলিয়ন ডলার হতে হবে। তবে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত স্বচ্ছলতার সনদের ভিত্তিতে অনুমোদন প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৭.৩.২ যে খাতে প্রতিষ্ঠানটি বহি:বিনিয়োগে ইচ্ছুক, সেই নির্দিষ্ট খাতে প্রতিষ্ঠানটির ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের ব্যবসা/ উৎপাদনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং উক্ত সময়কালের কর বিবরণী অনুযায়ী কমপক্ষে ২ (দুই) বছর লাভজনক হতে হবে। তবে, তথ্যপ্রযুক্তিখাতের উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রেক্ষিতে বিষয়টি শিথিল করা যেতে পারে।

৭.৪ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের একটি স্বচ্ছ অবস্থানের সপক্ষে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে:

(ক) বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত সময়ে অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের সনদপ্রাপ্ত;

(খ) সকল প্রকার আমদানি দায় নিষ্পত্তির (যেমন স্থানীয় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রসহ যে কোন আমদানির বিপরীতে অসমন্বিত বিল অব এন্ট্রি নিষ্পত্তি) সনদপ্রাপ্ত;

(গ) কোন খেলাপি ঋণ বা অসমন্বিত পুনঃতফসিলকৃত বৃহৎ ঋণ নেই মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত;

(ঘ) কোন শুল্ক, ভ্যাট বা আয়কর অপরিশোধিত নেই মর্মে সনদপ্রাপ্ত;

(ঙ) উপর্যুক্ত কোনো সনদ প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পর্যালোচনা বা আপীল অথবা কোনো আদালতের বিচারাধীন থাকলে সে সম্পর্কিত প্রমাণপত্রের প্রেক্ষিতে বিনিয়োগের সাময়িক অনুমতি দেয়া যাবে।

৭.৫ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত ব্যাসেল-০৩; নীতিমালায় নির্ধারিত ম্যাপিং অনুযায়ী আবেদনকারীর ক্রেডিট রেটিং ন্যূনতম ০২ (দুই) হতে হবে।

৭.৬ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের আর্ন্তজাতিক ব্যবসা পরিচালনা, অর্থায়ন ও বিনিয়োগে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল/মানবসম্পদ থাকতে হবে।

৭.৭ যে দেশে বিনিয়োগ করা হবে, সে দেশের বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত দেশের স্টক মার্কেটে তালিকাভুক্ত হতে পারবে।

৮.০ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রক্রিয়াসমূহ

৮.১ বাংলাদেশি বিনিয়োগকারি কর্তৃক বহির্বিশ্বে বিনিয়োগের জন্য ৮.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, সর্বোচ্চ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) মার্কিন ডলার পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হবে না।

৮.২ বাংলাদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদানের জন্য নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, এফবিসিসিআই এবং খাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধি সমিতি/এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) একজন সংশ্লিষ্ট নিবাহী সদস্য এ কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়াও বিডা এই কমিটিকে সকল সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৮.৩ আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি প্রয়োজনে কোনো বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/কমিটি এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস বা অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করতে পারবে। প্রয়োজনে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের বাজার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, ক্রেডিট ঝুঁকি, পুন:বিনিয়োগ ঝুঁকি, মুদ্রাস্ফীতি ঝুঁকি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ ঝুঁকিসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনাপূর্বক একটি due diligence প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশন অথবা দেশি বা বিদেশি স্বীকৃত কোন ঝুঁকি নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে। তবে এতদসংক্রান্ত ব্যয় আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বহন করবে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ও ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর সাথে পরামর্শক্রমে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক বিনিয়োগের ঝুঁকি বিষয়ে উক্ত কমিটিকে সহায়তা প্রদান করবে।

৮.৪ কমিটি প্রয়োজনবোধে বিনিয়োগের খাত, দেশ ও প্রকৃতি বিবেচনায় কয়েকটি বিনিয়োগ শ্রেণি নির্ধারণপূর্বক উক্ত শ্রেণিসমূহের অধীনে আবেদন আহ্বান করতে পারবে। প্রয়োজনে প্রতিটি শ্রেণির বিনিয়োগ সীমা, বিনিয়োগ ধরণ, বিনিয়োগ সহায়তার প্রকৃতি আলাদাভাবে নির্ধারণ করা যাবে। প্রয়োজনে কমিটি ও বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে সময়ে সময়ে সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক উক্ত শ্রেণিসমূহের বিস্তারিত বৈশিষ্ট্যাবলী (criteria) প্রণয়ন করতে পারবে।

৮.৫ কমিটি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব, বিনিয়োগের ক্ষেত্র, প্রস্তাবিত দেশের ঝুঁকি, উক্ত দেশের আইন ও বিধি বিধান, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ও প্রত্যাবাসন জনিত সম্ভাবনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।

৮.৬ বর্ণিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর ৪(৬) ধারা অনুসরণপূর্বক বহির্বিশ্বে বিনিয়োগের চূড়ান্ত অনুমতি প্রদানের কর্তৃপক্ষ হবে। একই আইনের ৫ ধারা মতে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আদেশ/ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে প্রদান করতে পারবে।

৮.৭ বর্ণিত আবেদন করার পদ্ধতি, যাচাই করার নিয়ামকসমূহ, আবেদন বিবেচনা ও অনুমোদনের সময়সীমা ইত্যাদি বর্ণনাপূর্বক একটি বিস্তারিত গাইডলাইনস বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণয়ন করা হবে।

৯.০ বিনিয়োগ, মূলধন ও লভ্যাংশ ফেরত/ প্রত্যাবাসনের পদ্ধতি

৯.১ বিনিয়োগ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বাংলাদেশ হতে বিদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রেরিত সকল অর্থ/তহবিল/বিনিয়োগ/মূলধন এবং বিদেশে বিনিয়োগকৃত/প্রেরিত অর্থের বা বিদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত লভ্যাংশ, রয়্যালটি, কারিগরি প্রজ্ঞান ফি, কমিশন, পরামর্শ ফি, বাজারজাতকরণ ফি ও প্রযুক্তি ইত্যাদি অনুমোদিত ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করবে।

৯.২ বিদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আয়/ডিভিডেন্ড/লভ্যাংশ বাংলাদেশে অবস্থিত Export Retention Quota - ERQ কোটা হিসাব-এর অনুকূলে প্রত্যাবাসন করা যাবে।

৯.৩ বহির্বিশ্বে বিনিয়োগ, মূলধন ও লভ্যাংশ ফেরত এবং মুদ্রার বিনিময় সাধারণভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের Foreign Exchange Regulations Act 1947 এবং Capital Account Transaction Guidelines 2018 ও প্রচলিত মুদ্রানীতি ও আন্তর্জাতিক প্রটোকল অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৯.৪ বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে প্রতি আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংক ও ৮.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির নিকট নিয়মিতভাবে দাখিল করবে।

৯.৫ উক্ত নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে লভ্যাংশ অর্জিত হওয়ার সময় হতে পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে লভ্যাংশ বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করতে হবে। তবে, লভ্যাংশ উক্ত ব্যবসায় পুনঃর্বিনিয়োগ করা হলে প্রত্যাবাসনের বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে না।

৯.৬ বিদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত লভ্যাংশ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে উক্ত দেশে একই ব্যবসা/প্রকল্পে পুনঃর্বিনিয়োগ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে বিষয়টি বাস্তবায়নের পূর্বেই বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ৮.২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। তবে, উক্ত দেশে অন্য কোনো ব্যবসা/প্রকল্পে বা অন্য কোনো দেশের যে কোনো ব্যবসা/প্রকল্পে লভ্যাংশ পুনঃর্বিনিয়োগ করতে চাইলে ৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্তৃপক্ষ ও প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে পুনঃর্বিনিয়োগ বা মূলধনি শেয়ার ক্রয় করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে।

৯.৭ বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্য অন্যান্য পাওনা যেমন, বেতন, রয়্যালটি, কারিগরি প্রজ্ঞান ফি, পরামর্শ ফি, কমিশন ইত্যাদি অর্জিত হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত/ বর্ধিত সময়ের মধ্যে দেশে প্রত্যাবাসন করতে হবে;

৯.৮ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে প্রত্যাবাসিত মুলধন বা লভ্যাংশের পরিমাণ যথাযথ বলে পরিগণিত না হলে বা বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে লভ্যাংশ অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও মূলধন, লভ্যাংশের কোনো অংশ বাংলাদেশে প্রত্যাবাসিত না হলে বা বাংলাদেশে পুনঃর্বিনিয়োগ না করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক বা আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি (৮.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত) বিনিয়োগকারীর

নিকট ব্যাখ্যা চাইতে পারবে। উক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে।

৯.৯ বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নগদ বিনিময়বিহীন শেয়ার সোয়াপ/ শেয়ার বিনিময় বিষয়ক প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনস/ নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে।

৯.১০ বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং তার লভ্যাংশ বাংলাদেশে ফেরত/প্রত্যাবাসন এবং অন্যান্য আর্থিক বিনিময় কার্যক্রমে বিদেশ হতে সর্বোচ্চ কর সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আরো অধিক সংখ্যক দেশের সাথে দ্বৈত কর বিমোচন চুক্তি সম্পাদন করার জন্য বাংলাদেশ সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এছাড়া সময়মত উক্ত অর্থ দেশে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে বর্ধিত কর সুবিধা/ ইনসেনটিভস/ পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি বাংলাদেশ সরকার বিবেচনা করবে।

৯.১১ বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ বাংলাদেশে পুনর্বিনিয়োগ করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে হবে।

১০.০ বিনিয়োগের নিমিত্ত ঋণ সুবিধা প্রদান

১০.১ বিদেশে বিনিয়োগের জন্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশে অবস্থিত মূল প্রতিষ্ঠান অথবা বাংলাদেশ/ বিনিয়োগকৃত দেশে অবস্থিত বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অন্যান্য সমজাতীয় অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। প্রাথমিক ভাবে ঋণ ও মূলধনের অনুপাত ৭০:৩০ হারে ঋণ গ্রহণ করা যাবে।

১০.২ বিদেশে বিনিয়োগকৃত প্রকল্পের অর্থায়নের বিপরীতে বাংলাদেশের কর্পোরেট/ ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বা বাংলাদেশে অবস্থিত অন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির গ্যারান্টি প্রদান করা যাবে।

১১.০ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

১১.১ বহির্বিশ্বে বিনিয়োগকৃত প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি বিষয়ে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক ও ৮.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। প্রতিবেদনের ছক বিডা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারিকৃত গাইডলাইনসে বর্ণনা করা হবে।

১১.২ বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিদেশে বিনিয়োগকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি বার্ষিক ভিত্তিতে (বা আর্থিক বছরের) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে। উক্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত নীতি ও আইন-কানুন সময়ে সময়ে সংশোধন, সংস্কার ও পরিমার্জন করা যাবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রাধান্য পাবে।

(ক) বিদেশে বিনিয়োগের পরিমাণ ও এই বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর প্রভাব

(খ) বিনিয়োগসমূহের লাভ-ক্ষতি স্থিতি ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা

(গ) বিনিয়োগের আর্থিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

(ঙ) বিনিয়োগজনিত কারণে উদ্ভূত সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও তার প্রতিকারের উপায়

(চ) মান লন্ডারিং বা অফশোর বিনিয়োগ বিষয়ের পর্যালোচনা

(ছ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়

১১.৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের "বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়" বিভাগ এ সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করবে এবং সময়ে সময়ে ৮.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার নিকট উক্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করবে। উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১১.৪ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের আর্থিক লেনদেনের ইতিহাস ও সিআইবি রেটিং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১২.০ সাধারণ নির্দেশনা

শুধুমাত্র উপরোক্ত নির্দেশনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক, বিনিয়োগ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে নিম্নবর্ণিত সাধারণ নির্দেশনাবলী পরিপালন করতে হবে-

১২.১ বিনিয়োগ প্রস্তাবের অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারির পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিদেশে কোম্পানি স্থাপনের জন্য অনুমোদিত প্রাথমিক মূলধন প্রেরণ করতে হবে;

১২.২ বিদেশে বিনিয়োগের অর্থ সরাসরি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করতে হবে, তবে বিদেশে বিদ্যমান কোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অর্থ সরাসরি শেয়ার হস্তান্তরকারীর অনুকূলে প্রেরণ করা যাবে। বিদেশে বিনিয়োগের অর্থ প্রেরণের সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র ও দলিলাদি অর্থ প্রেরণকারী ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি সংস্থার পরিদর্শনের নিমিত্ত বিনিয়োগকারী সংরক্ষণ করবে;

১২.৩ যদি কোন কারণে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ করা সম্ভব না হয় তাহলে অযৌক্তিক বিলম্ব ব্যতিরেকে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বহির্মুখী প্রত্যাবাসিত সকল অর্থ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশে দেশে প্রত্যাবাসন করতে হবে;

১২.৪ সাধারণ ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে উদ্ভূত ব্যবসায়িক ঋণ ব্যতিরেকে, বাংলাদেশি মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনো ধরণের ঋণ প্রদান করা যাবে না;

১২.৫ বিনিয়োগকারী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী কোনো প্রকার কার্যক্রম করবে না এবং এ ধরণের কোনো প্রকার কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে না;

১২.৬ বাংলাদেশি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান ইক্যুইটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশের বাইরে নিবন্ধিতব্য/প্রতিষ্ঠিতব্য ও অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটির সম্পূর্ণ মালিকানা বা পরিচালনা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম এই পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা সংরক্ষণ করবে;

১২.৭ নারীর অধিকতর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে হবে।

১২.৮ এই নীতিমালা বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যক্রম ও অন্যান্য ব্যবসায়িক সুবিধা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তঃসরকার চুক্তি সম্পাদন, অন্যান্য প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও আইন-কানুন প্রণয়ন করবে। বিশেষত: বাংলাদেশে যে সমস্ত দেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগ আছে, তাদের সাথে সম-সহায়তামূলক পরিবর্ত চুক্তি (Reciprocal Incentives Agreement) স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১২.৯ অনিবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের (NRB) তারা যে দেশে প্রবাসী সে দেশে তাদের ব্যবসা ও বিনিয়োগ সহজতর করার লক্ষ্যে উক্ত দেশের সরকারের সাথে প্রয়োজনীয় আলোচনা, নীতি-সহায়তা (policy intervention) চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৩.০ অমীমাংসিত বিষয়ের নিষ্পত্তি

১৩.১ এই নীতি বাস্তবায়নে কোনো ব্যাখ্যার কারণে বিভ্রান্তি দেখা দিলে ৮.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কমিটি তা স্পষ্টিকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।

১৩.২ দৈব দুর্বিপাকের কারণে (Force Majeure) বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে বা বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্থ হলে তা পূর্বাহ্নে উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৩.৩ বিনিয়োগকৃত দেশের প্রতিষ্ঠান/সরকার/সংস্থা বা অন্য কারো সাথে কোনো মতদ্বৈততা বা মতবিরোধ/দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা, ব্যবসায়িক যোগাযোগ মাধ্যম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের দূতাবাসের সহায়তায় কূটনৈতিক মাধ্যম ব্যবহার করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Investor State Dispute Settlement (ISDS) পদ্ধতিও অনুসরণ করা যেতে পারে।

১৪.০ তহবিল অপব্যবহার, ইত্যাদি

১৪.১ অনুমোদনের শর্তাবলী মোতাবেক কোনো আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগের জন্য প্রেরিত অর্থ ও লভ্যাংশ প্রত্যাবাসনে ব্যর্থ হলে তা অর্থ পাচার ও মানিলন্ডারিং অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা পরিচালনা পর্ষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উক্ত অপরাধের জন্য দায়ী হবেন এবং উল্লিখিত আইন দুইটির সংশ্লিষ্ট বিধানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন। অধিকন্তু উক্ত অর্থ/তহবিল আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা পরিচালনা পর্ষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রচলিত আইনানুগ পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হবে।

১৪.২ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান গন্তব্য দেশে বিনিয়োগ তহবিল সংক্রান্ত যে কোনো অপরাধ বা ক্ষতির জন্য এককভাবে দায়ী থাকবেন। এতে বাংলাদেশ সরকার বা সরকারি কোন বিভাগের কোনো দায় থাকবে না।

বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক বহির্বিশ্বে বিনিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনাযোগ্য খাতসমূহ

ক) খাত: কৃষি

সংশ্লিষ্ট দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিদ্যমান নীতি কাঠামো, অগ্রাধিকার ক্ষেত্র, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি আইন ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক কৃষি সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে:

১) বাংলাদেশের কৃষি শ্রমিক, কৃষি উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তিবিদদের অধিক ব্যবহারপূর্বক প্রযুক্তি উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিক উৎপাদন;

২) কৃষি উদ্যেক্তা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট দেশে উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন ও রপ্তানি;

৩) যৌথ উদ্যোগে কৃষি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ,

৪) বিপণন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর পরিষেবার উন্নয়ন;

৫) উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুসরণে রপ্তানিযোগ্য কৃষি উৎপাদন ও বাজার আকর্ষণ;

৬) বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ ও দক্ষ কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপক পরিষেবা প্রদান/বিনিময়;

৭) কৌলিসম্পদ (genetic pool) বিনিময়, আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে উন্নত/উন্নয়নশীল দেশ ও আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের উদ্যোগ গ্রহণকে উৎসাহিত করা;

৮) কৃষি ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভিত্তি সমৃদ্ধকরণে এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ সমূহের মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;

৯) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জমি লীজ নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র ও কৃষি বাজার সৃষ্টি করা;

১০) চুক্তিবদ্ধ দেশ সমূহের পতিত জমিতে কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করতে বাংলাদেশের মৌসুমী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা; সে ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের উৎপাদন উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;

১১) আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ ।

খ) খাত: তথ্যপ্রযুক্তি

১) Software development, software as a service, platform as a service, cloud service, system integration, ecommerce, image processing, data processing, internet of things, IT/ITES training, internet services ইত্যাদিসহ যে সব তথ্যপ্রযুক্তি ও আইটি সেবাখাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন, রেমিট্যান্স আয়, এবং দেশে দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে সেসব খাত;

২) য়ৌথ উদ্যোগে তথ্যপ্রযুক্তি ও আইটি সেবা খাতের গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ;

৩) তথ্যপ্রযুক্তি ও আইটি সেবা খাতে জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয়;

৪) তথ্যপ্রযুক্তি ও আইটি সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীর আয়োজন;

৫) উত্তম পদ্ধতি অনুসরণে তথ্যপ্রযুক্তি ও আইটি সেবাখাতে রপ্তানিযোগ্য পণ্য ও সমাধান -তৈরি ও বাজারজাতকরণ।

গ) খাত: লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং

ঘ) খাত: খাদ্য তৈরি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

ঙ) খাত: সেবা

চ) খাত: চামড়া

ছ) খাত: গার্মেন্টস ও এক্সসেরিজ

জ) খাত: ইলেকটিক ও ইলেকট্রনিক পণ্য

ঝ) খাত: ঔষধ শিল্প